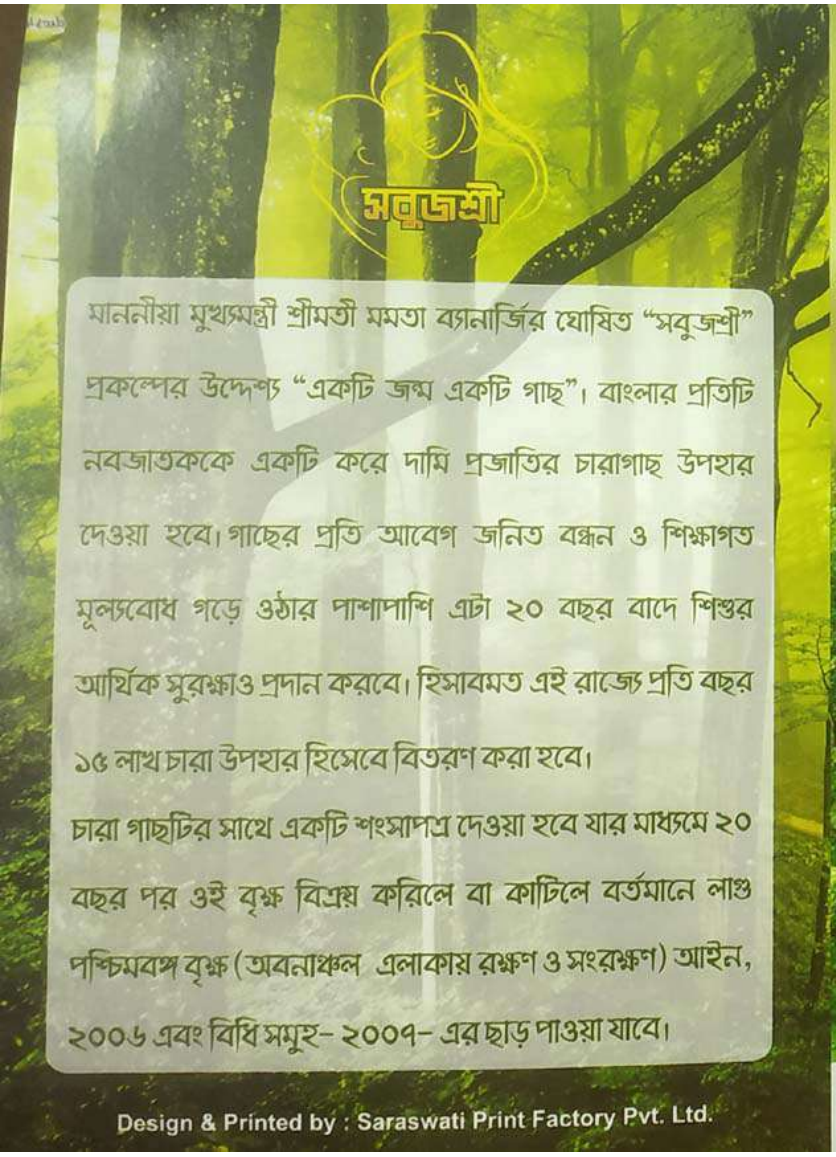

সবুজশ্রী

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জির ঘোষিত "সবুজশ্রী" প্রকল্পের উদ্দেশ্য "একটি জন্ম একটি গাছ"। বাংলার প্রতিটি নবজাতককে একটি করে দামি প্রজাতির চারাগাছ উপহার দেওয়া হবে। গাছের প্রতি আবেগ জনিত বন্ধন ও শিক্ষাগত মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পাশাপাশি এটা ২০ বছর বাদে শিশুর আর্থিক সুরক্ষাও প্রদান করবে। হিসাবমত এই রাজ্যে প্রতি বছর ১৫ লাখ চারা উপহার হিসেবে বিতরণ করা হবে।

চারা গাছটির সাথে একটি শংসাপত্র দেওয়া হবে যার মাধ্যমে ২০ বছর পর ওই বৃক্ষ বিক্রয় করিলে বা কাটিলে বর্তমানে লাগু পশ্চিমবঙ্গ বৃক্ষ (অবনাঞ্চল এলাকায় রক্ষণ ও সংরক্ষণ) আইন, ২০০৬ এবং বিধি সমুহ- ২০০৭- এর ছাড় পাওয়া যাবে।

Design & Printed by : Saraswati Print Factory Pvt. Ltd.

সবুজশ্রী

"একটি জন্ম
একটি গাছ"

একটি জন্ম, একটি গাছ

সবুজশ্রী

বন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

-:চারা রোপণ পদ্ধতি:-

চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত সমতল ভুমি ও খোলা জায়গায় গর্ত খুড়তে হবে, পাথুরে মাটি বা জল জমে এমন জায়গায় চারা লাগানোর অনুপোযুক্ত।

গর্তের মাপ ৬০ সেমি X ৪৫ সেমি এবং ৪৫সেমি গভীরতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। চারা লাগানোর আগে নির্দিষ্ট পরিমানে গোবর সার ও কীটনাশক দিয়ে গর্তটি ভরাট করতে হবে।

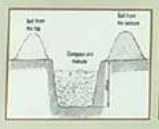

চারা গাছ মোড়ক থেকে বার করে আগে থেকে খোঁড়া গর্তের মধ্যে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে চারার কান্ডের অংশটি মাটির নিচে না যায়।

চারা লাগানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে চারাগাছটি হেলে না যায়। চারা রোপণের পর নিকটস্থ মাটি আলতো ভাবে চাপ দিতে হবে।

রোপণের পরই বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্বে নিয়মিত ভাবে জল সিঞ্চন করতে হবে। সপ্তাহে তিন-চার বার করে জল সিঞ্চন করতে হবে। চারার নিকটস্থ ২ ফুট বৃত্তের মধ্যে থাকা আগাছা সরিয়ে ফেলতে হবে এবং উপরিভাগের মাটি ভালভাবে বায়ু চলাচলের জন্য ঝুরঝুরে করতে হবে।

চার মাস বিরতির পরে বৃক্ষের পাদদেশে বৃত্তাকারে গাছ পিছু ২৫ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োগের পরেই জল সিঞ্চন করতে হবে। এই কাজটি তিন বছর ধরে করতে হবে এবং প্রয়োজনে অধিক সময়ও করতে হতে পারে। প্রয়োজন হলে কীটনাশকও ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা স্থানীয় বন আধিকারিকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

-:: বিশদ তথ্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বন আধিকারিকের নিকটস্থ অধিকরনে যোগাযোগ করতে হবে। ::-